দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

081

শিক্ষাঙ্গনে

নৈশ বিদ্যালয়ের গুরুত্ব

শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। কিন্তু এ কথা জানা সত্ত্বেও আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনো অনুন্নত। স্বাধীনতার দীর্ঘ ১৭ বছর পরেও আমাদের শিক্ষিতের হার মাত্র ২২%-এর মধ্যে প্রাইমারী মান পর্যন্ত মাত্র ১৩·৭%। অমাদের দেশে এখনও অনেক বয়স্ক ব্যক্তি আছেন— যারা টিপসই ছাড়া আর কিছুই জানেন না। কাজেই শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বয়স্ক শিক্ষার প্রতি আমাদের আরো গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে অনেক অশিক্ষিত বয়স্ক ব্যক্তি আছেন যারা পূর্বে বিভিন্ন অসুবিধার কারণে লেখাপড়া করতে পারেননি। তাদের অধিকাংশই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর নিরক্ষরতার কারণে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে আজ লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারা লেখাপড়া করতে পারছেন না। কারণ এ বয়সে তাদের পক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা কিণ্ডার গার্টেনে গিয়ে লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। অপরদিকে অর্থের স্বল্পতার কারণে বাসায় শিক্ষক রেখেও শেখা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা যদি অশিক্ষিত থেকে যায়— তাহলে আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন উন্নতির ব্যাঘাত ঘটবে, তেমনি তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধু প্রাথমিক স্তরের প্রতি নজর দিলে আমাদের শিক্ষার হার বাড়ানো সম্ভব নয়। বয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলার সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে— নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন। এ সকল নৈশ বিদ্যালয়ে কিশোররাও লেখাপড়া করতে পারবে। কাজেই আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে এবং বড় বড় কলকারখানার পাশে ক্লাব বা সমিতির মাধ্যমে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমাদের আরো গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত।

—মোঃ ইলিয়াছ মিন্টু

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রমজানের ছুটি

আমাদের দেশে ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষা সেশনে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যদিবসের খতিয়ান উল্টালে দেশের শিক্ষিত মহল যে মর্মাহত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কার্যদিবসে বাধা সৃষ্টির কারণ নতুন কিছু নয়। এটা দেশের সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন মহলের দ্বারা আহূত লাগাতার হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদি। এমনিতেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কতগুলো নির্ধারিত ছুটি রয়েছে। যেমন— অন্যান্য গ্রীষ্ম প্রধান ও শীত প্রধান দেশের তুলনায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন মাঝে মধ্যে বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছুটি ও ঘোষণা করা হয়ে থাকে। এভাবে পরিসংখ্যান চালালে দেখা যাবে সন্তোষজনক কার্যদিবস খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। এতগুলো নির্ধারিত অনির্ধারিত বন্ধের পরে আবার প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'রমজানের ছুটি' ভোগ করার জন্যও আমরা প্রস্তুত থাকি। অনেকে হয়তো বলবেন, রমজান মাসে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণে অসুবিধা হয়। এ ক্ষেত্রে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে অসুবিধা কোথায়? দেশের যেখানে সরকারী আধা-সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে। সেখানে শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রমজানে ক্লাস নিতে বাধা কোথায়? ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘকালীন ছুটি বা অবকাশ যাপনের প্রয়োজন আছে স্বীকার করি। তবে পঙ্গুর মত বসিয়ে রেখে নয়, উন্নত বিশ্বের মত আমাদের অর্থনীতি এমন শক্তিশালী নয় যে, ছাত্র-ছাত্রীরা আমোদ-প্রমোদ এবং ভ্রমণের মধ্যদিয়ে তাদের দীর্ঘকালীন ছুটি কাটাতে পারে। তাই আমাদের মত দরিদ্র দেশে দীর্ঘকালীন ছুটির ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা এ সময়ে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। নতুবা অপরিকল্পিত কোন দীর্ঘকালীন ছুটির ব্যবস্থা করা কখনোই যুক্তিসংগত নয়।

—মোঃ আবু তালেব-